শ্রীলোকনাথ চিত্র মন্দিরের নিবেদন

ব্রজবুলী

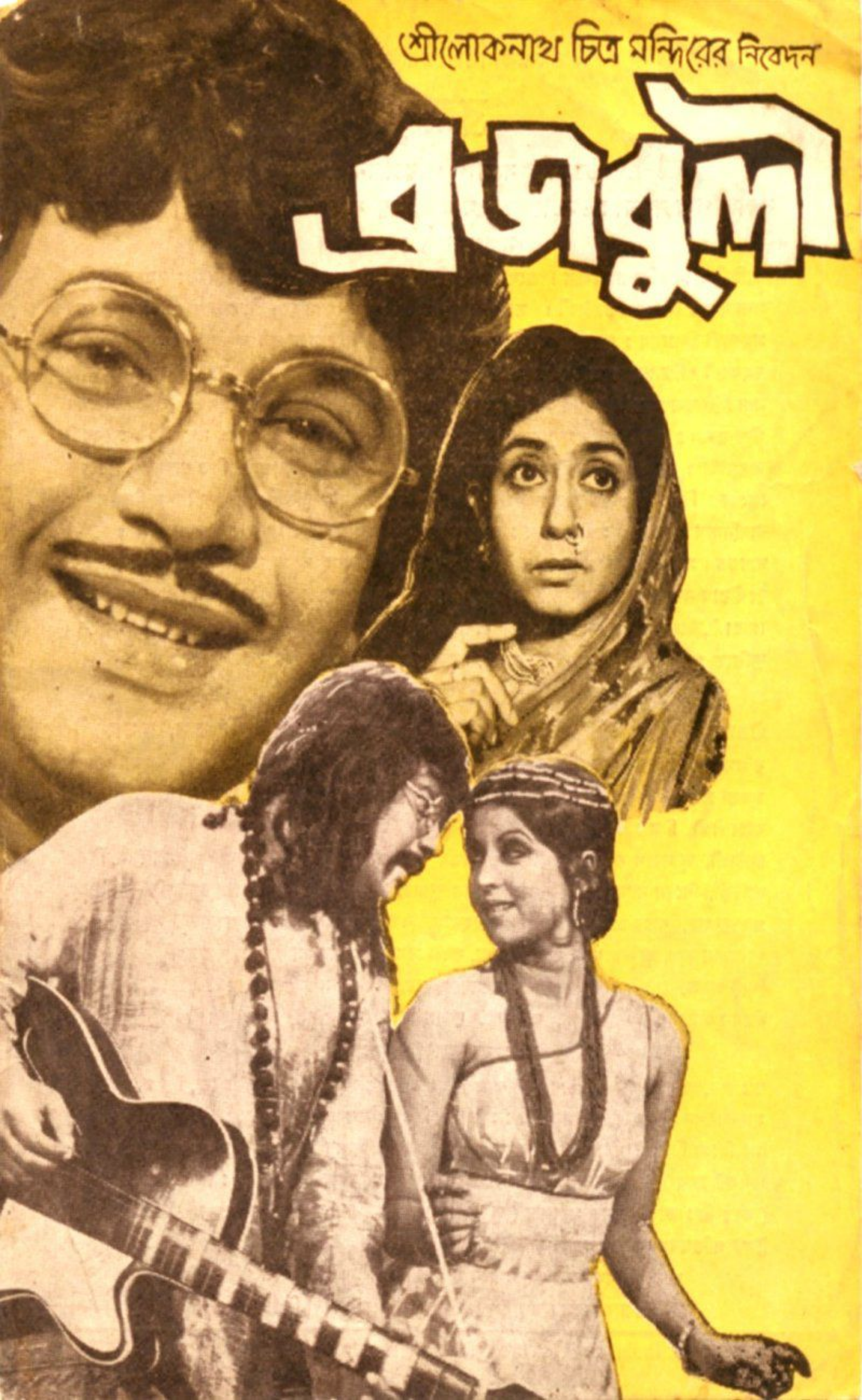

শ্রীলোকনাথ চিত্রমন্দিরের নিবেদন

ব্রজবুলী

চিত্রনাট্য সংলাপ পরিচালনা : পীযূষ বসু

সঙ্গীত পরিচালনা : ৺নচীকেতা ঘোষ যন্ত্র-সঙ্গীত পরিচালনা : ভি. বালসারা

নেপথ্য কণ্ঠ : মান্না দে

কাহিনী : গৌরকিশোর ঘোষ। প্রযোজনা : শ্রীমতীরঞ্জনা ঘোষ। শিল্প নির্দ্দেশনা : সূর্য্য চ্যাটার্জী। সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী। সহকারী সম্পাদনা : সুনীত সাহা। চিত্রগ্রহণ : বিজয় ঘোষ। সহকারী চিত্রগ্রহণ : পঙ্কজ দাস, স্বপন দত্ত, নূর আলী, যুগল সরদার। কর্মাধ্যক্ষ : সন্দীপ পাল। সহকারী পরিচালনা : অজিত চক্রবর্ত্তী, জয়ন্ত বোস, কুমার আবীর বসু। নৃত্য-পরিকল্পনা : শক্তি নাগ। শব্দ পুনঃর্যোজনা ও সঙ্গীত গ্রহণ : সত্যেন চ্যাটার্জী। শব্দ গ্রহণ : অনিল নন্দন। গীত রচনা : গৌরী প্রসন্ন মজুমদার। রূপসজ্জা : নিতাই সরকার, অনাথ মুখার্জী। সহকারী রূপসজ্জা : বটু গাঙ্গুলী, বংশী রায়। সাজসজ্জা : দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই, বিশু চক্রবর্ত্তী, কার্ত্তিক লেংকা। স্থির চিত্র : এডনা লরেঞ্জ। পরিচয় লিখন : দীগেন ষ্টুডিও। সহকারী শিল্প নির্দ্দেশনা : রামনিবাস ভট্টাচার্য্য। সঙ্গীত গ্রহণ : বলরাম বারই। শব্দ গ্রহণ : যগারাম। ব্যবস্থাপনা : তিলক দাশগুপ্ত। সহকারী ব্যবস্থাপনা : ভগীরথ চক্রবর্ত্তী, বিজয় দাস, পরেশ বসাক। আলোক সম্পাতে : দুঃখীরাম নস্কর, সতীশ হালদার, ব্রজেন দাস, বেনুধর বিশাল, মঙ্গল সিং, অনিল পাল, মধ সূধন গোস্বামী, গোবিন্দ হালদার। রসায়নাগারে : অবনী রায়, রবীন ব্যানার্জী, পঞ্চানন ঘোষ। কুস্তিতে : ওয়াইল্ড বিল, টাইগার আলি, আজাদ স্যাণ্ডো। রেফারী : সওদাগর সিং।

: অভিনয়ে :

উত্তমকুমার, সাবিত্রী চ্যাটার্জী, জহর রায়, তরুণকুমার, দিলীপ রায়, ছায়াদেবী, বঙ্কিম ঘোষ, সন্তোষ দত্ত, চিন্ময় রায়, শম্ভু ভট্টাচার্য্য, দুর্গাদাস ব্যানার্জী, রীতা ভাদুড়ী, ঝুমুর গাঙ্গুলী সুলতা চৌধুরী, কল্যানী মণ্ডল, অনামিকা সাহা, কল্যানী অধিকারী, ইন্দুবালা দেবী, শিউলী বারজৌজী, নিমু ভৌমিক, তরুণ মিত্র, দিলীপ বসু, অতি দাস, মনু ব্যানার্জী, অরুণ রায়, কল্যাণ চ্যাটার্জী, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য্য, নীহার চক্রবর্ত্তী, বীরেন চ্যাটার্জী, সজল ঘটক, পরিমল সেন, বিনয় লাহিড়ী, শিবেন ব্যানার্জী, পান্না দত্ত, স্বপন কুমার, সমরকুমার, শিলাদিত্য চ্যাটার্জী, ননী দাস, প্রলয়কুমার, শঙ্কর চৌধরী, গোপাল সিংহরায়, বিশ্বনাথ বোস, জ্যোৎস্না ব্যানার্জী, সতু মজুমদার পরিতোষ রায়, ফকির দাস, অজিত ঘোষ, রতন বোস, হাসি মজুমদার, নীলকান্ত নন্দী, বলরাম রায় পিন্টু ঘটক, গৌরী শ্রীমানী, বাদল নস্কর, ওবরে, রামনিবাস ভট্টাচার্য, শান্তি চ্যাটার্জী, জনষ্টন দীপেন আচার্য্য, মিহির পাল, অনু দত্ত, দুলাল সাহা, মৃণাল নট্ট, কবি মুখার্জী।

: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

ডাঃ এন, আর, কেম্প (ব্রিটীশ কাউন্সিল) মিঃ ব্রথওয়েল (ব্রিঃ কাঃ) মিঃ জে, হিলম্যান (ব্রিটীশ হাইকমিশন) মিঃ সি, জনসন (ব্রিঃ হাঃ মিঃ) গিল (ব্রিঃ হাঃ) মিঃ এ, কে, দাশগুপ্ত (ব্রিঃ হাঃ) মিঃ হিকো বিলস (ম্যাক্সমুলার ভবন) মিসেস ক্রীষ্টাল দাস (ম্যাঃ ভঃ) দেব মখার্জী (ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব) রাজু মখার্জী (ক্যাঃ ক্রিঃ ক্লাব) রাজা মখার্জী (ক্যাঃ ক্রিঃ ক্লাব) অশোক গুপ্ত (ক্যাঃ ক্রিঃ ক্লাব) অনন্ত মহাপাত্র (ভুবনেশ্বর) সুধীর ঘোষ (ভুঃ) রণধাওয়া ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাষ্ট পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ মেসার্স পাইওনিয়ার ষ্টোর্স।

আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারীজে পরিস্ফুটিত ও
প্রভাত দাসের তত্ত্বাবধানে ১নং নিউথিয়েটার্স ষ্টুডিওতে গৃহিত।

প্রিন্টোরিয়েন্ট, ৩২/১৩ বি, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

কাহিনী

ব্রজরাজ কারফরমা কোন এক অফিসে সামান্যতম কেরানী। তিনি তার অফিসের সহকর্মীদের কাছে একদিন বলেন—এক সময়ে তার ন্যাশান্যেল স্পিরিট খুব সাংঘাতিক জলতো তাই ভেতো বাঙ্গালী গালাগালির প্রতিবাদে তিনি বিদেশী কুস্তিগীরের চ্যালেঞ্জ একসেপ্ট করে, ল্যাং মেরে তাকে ধরাশায়ী করেন। প্রতিদিনের মত ব্রজদা বাড়ীর রকে বসে প্রতিবেশীদের সংগে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে দেশের হালচাল নিয়ে আলোচনা করছিলেন এমন সময় পাড়ার ছেলেরা এসে অষ্ট্রেলিয়া ভার্সেস ইণ্ডিয়ার টেষ্ট খেলার টিকিট জোগার করে দিতে বলায় ব্রজদা ক্রিকেট খেলার ব্যাপার সুবিস্তারে বর্ণনা করেন। অফিসে বিশু ও সুনীতকে সিনেমা নিয়ে আলোচনা করতে শুনে ব্রজদা বলেন তোরা কিছুই জানিস না এবং তিনি যৌবনে হিপী ইন লাভ বলে একটা ছবি করেছিলেন। তার বিবরণ দেন শুধু চ্যাপলিনের অনুরোধে ছবিটি রিলিজ করেন নি। শেষ পর্য্যন্ত বড়বাবুর ধমক খেয়ে রাত দশটা পর্য্যন্ত অফিসের কাজ করে ঘরে ফিরে স্ত্রীর কাছেও এজন্যে তাকে হেনস্তা হতে হয়। অফিসে সুনীতকে নিয়ে সবাই চিন্তায় মগ্ন, কারণ সুনীত তার বৌদির বোনের প্রেমে পড়েছে। কিন্তু যে ভালবাসার কথা মেয়েটিকে বলতে গেলেই তোৎলা হয়ে যায়। ব্রজদা বলেন তিনিও যৌবনে ঐরকম তোৎলা ছিলেন এবং পাশের বাড়ীর বানী নামে একটি মেয়ের প্রেমেও পড়েছিলেন। ব্রজদা বন্ধুদের পরামর্শে গোরাবাজারে ডাঃ গজানন চট্টরাজের চিকিৎসায় ভালো হয়ে যান। সবাই তন্ময় হয়ে ব্রজদার কথা শুনছিলো এমন সময় বেয়ারা এসে বললো বড়বাবু আসছেন—ব্রজদা ছুটে নিজের জায়গায় যাবার সময় বড়বাবুর সংগে ধাককা লেগে অজ্ঞান হয়ে যান। কিছু দিন পরে সুস্থ হয়ে অফিস থেকে ফিরে ব্রজদা জলখাবার খাচ্ছেন এমন সময় পাড়ার ছেলেরা জলসার চাঁদা আদায় করতে এসে হাজির। ব্রজদা বলে চাঁদা দিতে তার আপত্তি নেই কিন্তু

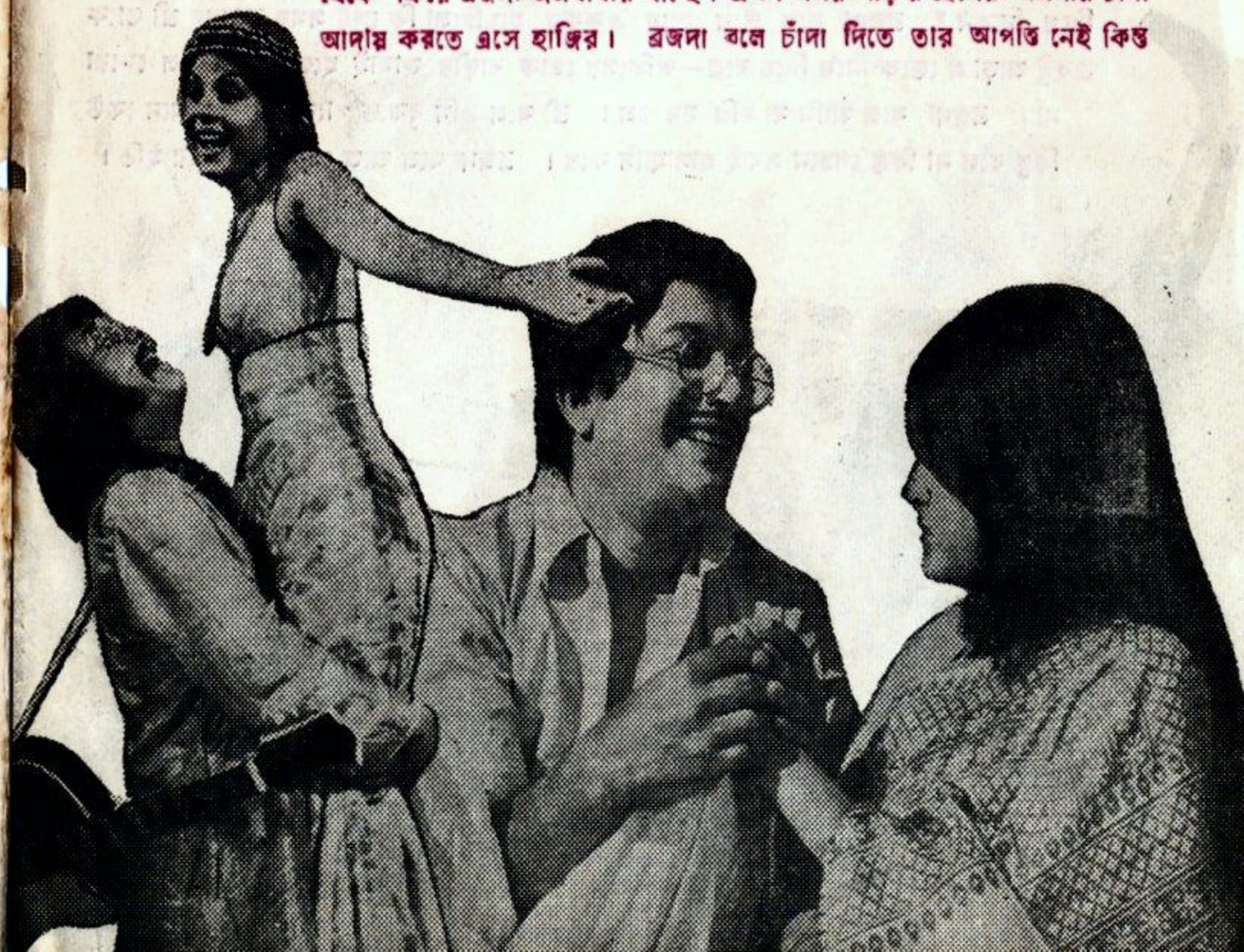

সংগীত নিয়ে বাঁদরামো তিনি সহ্য করবেন না। ব্রজদা পাড়ার ছেলেদের জানায়—তিনিও এককালে একজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন ও ঝিন্দের রাজ দরবারে গান শোনাবার আমন্ত্রন পান। গান শুনে সভাগায়করা ব্রজদার পায়ে এসে পড়েন। ব্রজদা তাদের অনুরোধে গান ছেড়ে দেন এবং অফিসে কাজ নিয়ে নেন।

পাড়ার ছেলেদের অনুরোধে ব্রজদা জলসা শুনতে আসেন। সেতার বাজনা শেষ হতেই ব্রজদা উঠে পড়েন। পল্টু এসে ব্রজদাকে বলে একটু মিষ্টি খেয়ে যেতে ইতিমধ্যে শ্যামল মাইকে ব্রজদার নাম গায়ক হিসেবে ঘোষণা করে দেয় এবং সবাই মিলে জোরকরে ব্রজদাকে ধরে নিয়ে ষ্টেজে বসিয়ে দেয়। ব্রজদার অসহায় অবস্থা দেখে স্ত্রী অজ্ঞান হয়ে যান। ব্রজদা ষ্টেজ থেকে ছুটে এসে সুনীল ও বিশুদের সাহায্যে স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ী ফিরে আসে। ও ব্রজদা পাড়ার ছেলেদের হাত থেকে অব্যাহতি পায়। আজ রেনুর পাকা দেখার দিন। মিষ্টির দোকানের মালিক বড়পক্ষরা মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করতে এসেছেন। রেনু পাশের বাড়ীতে যাবার নাম করে পালিয়ে যায়। যাবার আগে ব্রজদাকে চিঠি লিখে ঝি এর হাতে দিয়ে যায়। ব্রজদা চিঠি পড়ে থানার ও. সির কাছে যায়। ও. সি বলে মেয়ে সাবালিকা তাদের কিছু করনীয় নেই। বাড়ীতে তখন পাত্রপক্ষ তুলকালাম কাণ্ড সুরু করে দিয়েছে। ব্রজদা পাড়ার ছেলেদের সাহায্যে তাদের বিদায় করেন। সম্মান নষ্ট হওয়ায় ব্রজদা অফিসের বড়বাবুর কাছে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। এমন সময় থানার ও. সি. এসে জানায় যে ব্রজদার মেয়েকে এ্যারেষ্ট করে নিয়ে এসেছে—সংগে লিগাল হ্যাজব্যাণ্ড রয়েছে। ব্রজদা ও তার স্ত্রী লাঠি ও কাটারী নিয়ে ছুটে আসে রেনু ও তার স্বামীকে মারতে। সামনে ও রেনুর সংগে সুনীলকে দেখে অবাক হয়ে যায়। ব্রজদার স্ত্রী ব্রজদার কানে কানে বলে এর মধ্যে অফিসের লোকের হাত রয়েছে। ব্রজদা বলে আমার সংগে কন্সপীরেসি। বড়বাবু বলেন কন্সপীরেসি না করলে কি সুনীলের সংগে মেয়ের বিয়ে দিতেন? ব্রজদা বলে তবে শোন একবার হয়েছিলো কি সেই সময় ব্রজদার স্ত্রী তাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে—অফিসের লোক বাড়ীর জামাই হলো—আর গুল মেরো না। ব্রজদা বলে আমি যা বলি সব গুল। স্ত্রী বলে তুমি বুঝতে পারো না। সামনে কেউ কিছু বলে না কিন্তু পেছনে সবাই হাসাহাসি করে। ব্রজদা বলে আজ থেকে ব্রজবুলির ইতি।

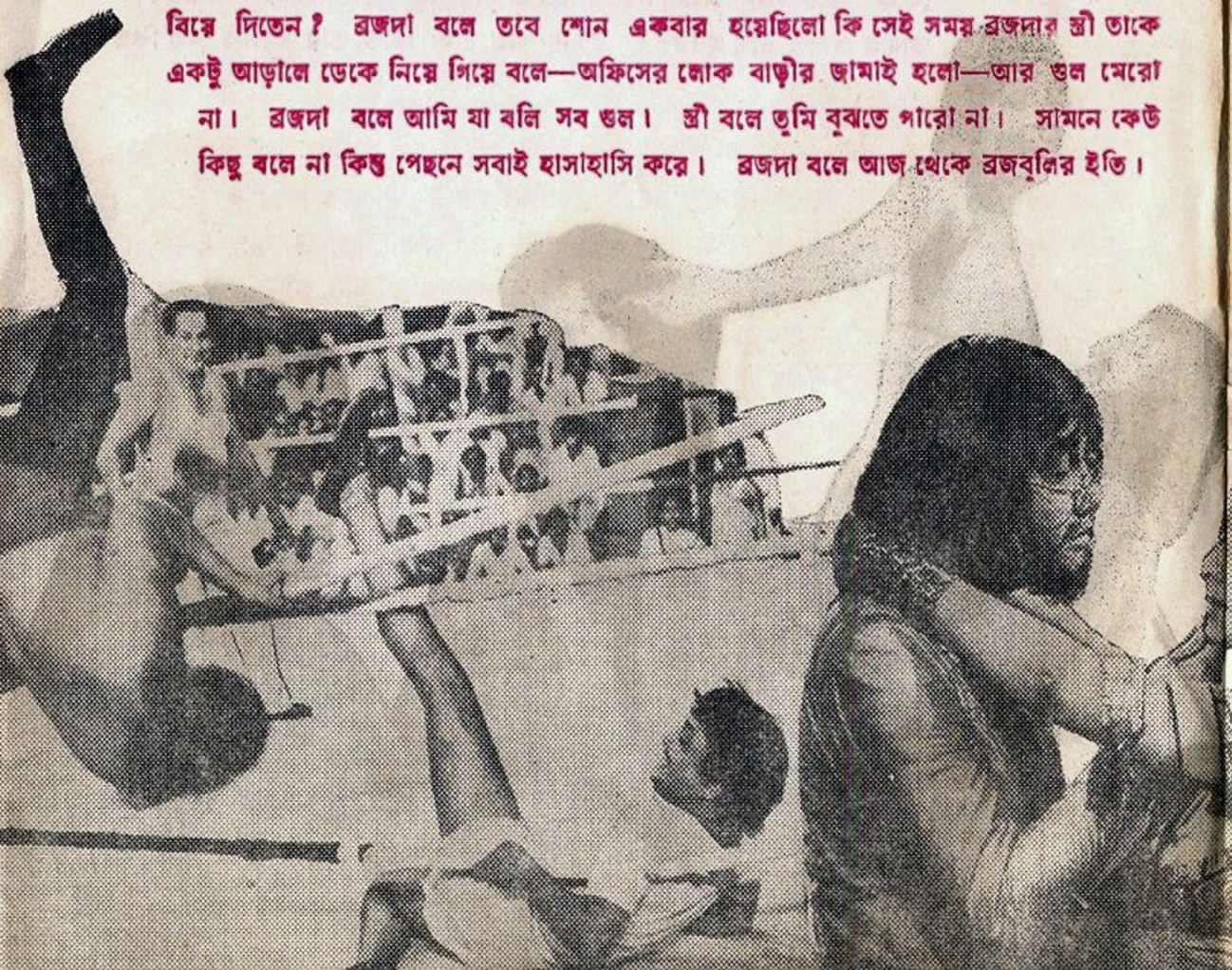

সঙ্গীত

[১]

ছিঃ ছিঃ ছিঃ ঘেন্না ধরে গেল আমার জীবন
কুটনো কুটতে কুটতে
বাসন মাজতে মাজতে
কখন ভালবাসবো কখন একটু হাসবো
ঠিকে ঝির কি যে জ্বালা বোঝাই বল কেমনে
টাকা ছাড়া ভালবাসা বল হরি হরিবোল
টাকা দেখতে গোল থাকলে গোল
না থাকলেও গণ্ডগোল

[২]

শুনো শুনো শুনো সবে শুনো দিয়া মন
মহাভারত রচয়িতা ব্যাস্ দ্বৈপায়ন
আরো বলি শুনো সবে শুনো দিয়া মন
বাল্মকী লিখেছিলেন শুভ রামায়ণ
এই ব্রজকারফরমা কহে শুনো পুণ্যবান
হিপীর পাঁচালী মোর অমৃত সমান
বম বোম বোম বোম ববম বমবো বোম
বোমবো বোম বোম বোম ভোলা
কাঁধে নিয়ে লোটা কম্বল চল লছমন ঝোলা
এক ছিলিমে যেমন তেমন দু'ছিলিমে তাজা
আর তিন ছিলিমে উজীর আমীর চার ছিলিমে
রাজা

হিপী হিপী হিপী আমরা হিপী
আমরা সবাই কলকী অবতার
হিপীর গুরু মহাদেব শিষ্য হব তার
ব্রজকার্ফরমা কহে শুনো পুণ্যবান
হিপীর পাঁচালী মোর অমৃত সমান
এক টানেতে স্বর্গসুখ দু'টানে কি যাদু
আর তিন টানেতে পরম ব্রহ্ম চার টানে মোর
সাধু

হিপী হিপী হিপী আমরা হিপী
বোম বোম
বোম ভোলা
বোম বোম
চ্যাং দোলা
বোম বোম
কাছা খোলা
বোম বোম
কোকো কোলা
বোম বোম
কাঁচা ছোলা
বানী বানী বানী

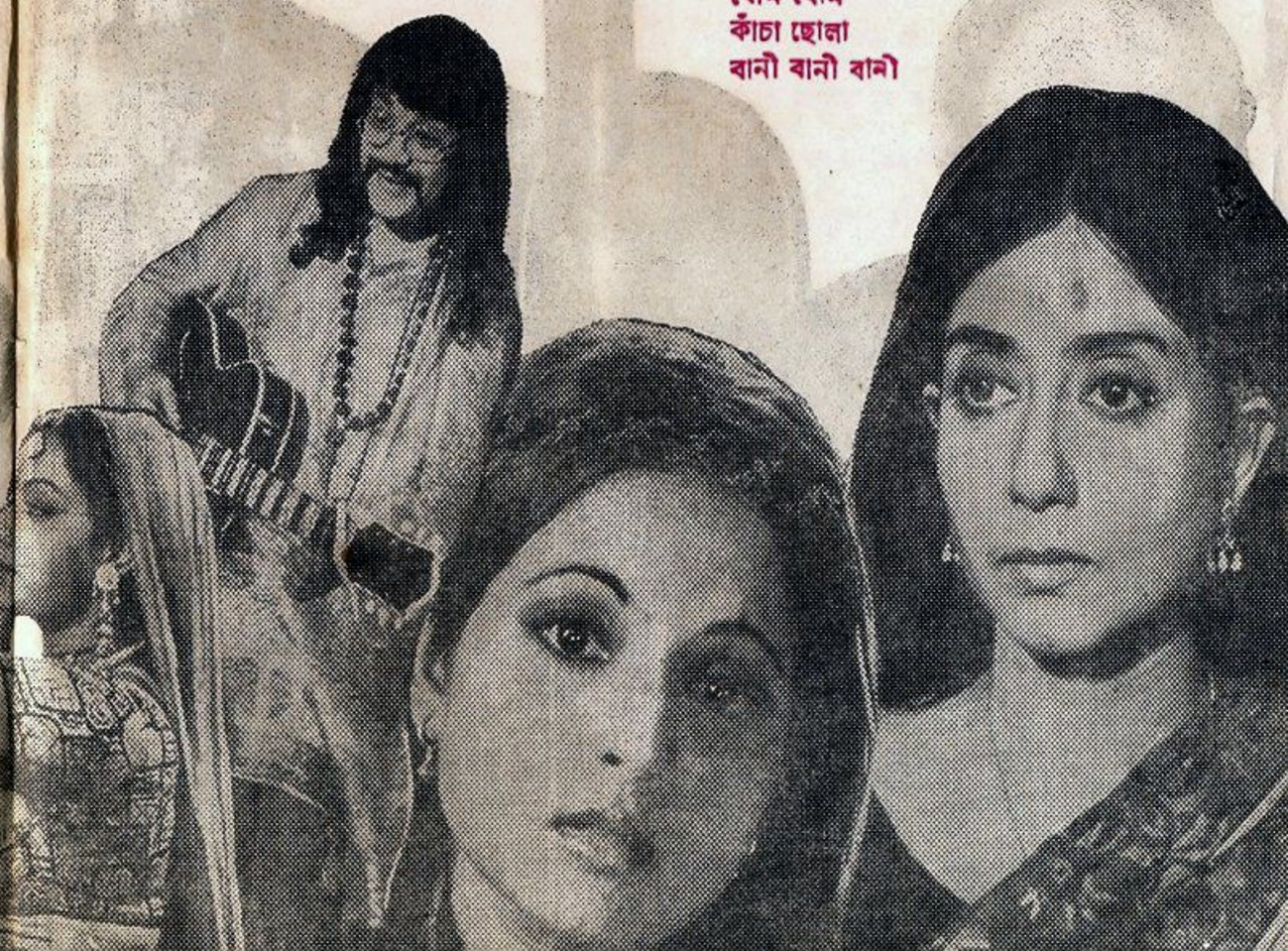

কোন মহাপুরুষের বানী নয়
কোন দেশনেতারও বানী নয়
বাণী আমার প্রাণের বাণী
ও ডাক্তারবাবু এমন কোন জোলাপ দিতে পারেন
যাতে পেটের কথা বেরিয়ে আসে মুখে
ভালবাসার ভালটা যদি বেরোয়
বাসাটা যে পেটেই থাকে ঢুকে
কেন হতভাগা আমি জানেন অন্তর্যামী
বোবার কোন শত্রু নেই প্রবাদ বাক্য বলে
নিজেই নিজের শত্রু হলাম তোতলা হবার ফলে
কানে কম শুনতাম যদি হতাম যদি কালা
শ্যাম না হলেও বলত সবাই কালা
হায়গো আমি বোঝাই কাকে বলুন
তোতলা হয়ে কি যে আমার জ্বালা
হয়ে চণ্ডীদাস আমি তবু পেলাম না তো রামী
থ্যাঙ্ক ইউ

[৩

আ—ওরে মূঢ়
এ গান শুনে হয়ে যাবি তোরা
কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়
আমি এক তানেতে বর্ষা নামাই
আর এক তানে গ্রীষ্ম
তানসেনের তো নাম শুনেছি
আমারই যে শিষ্য
সে আমারই শিষ্য আমারি হ্যাঁ আমার শিষ্য
হা—উ—
অসুর আমি গাধার শ্বশুর
আমার সুরই যে বে-সুরো
বনের পশু হার মেনে যায়
আমার এ গান শুনলে
আর্য্যভট্ট "থ" মেরে যায়
তালের মাত্রা শুনলে

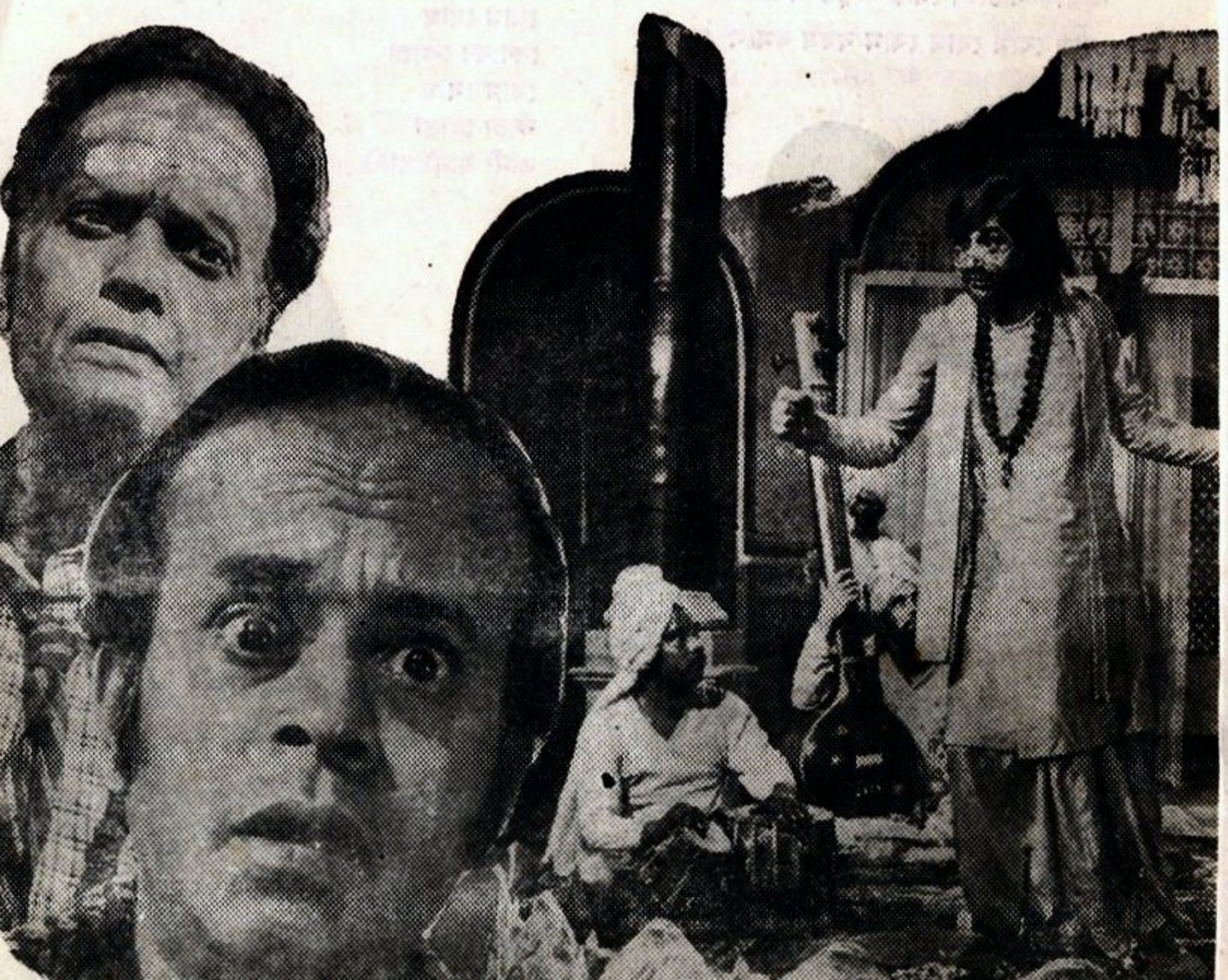

১-২-৩-৪-৫-৬-৭-৮-৯-১০-১১-১২-১৩-১৪
১৫-১৬
পা-ধা-নি-সা-পা
হু পেদানি দেবো
ম-মম্-মা রে-মা-মা রে-মা-মা
তেরে মামা ওরে মামা
একবার কি হয়ে ছিল বলছি শুনন গল্প
মলভূমির ঐ জঙ্গলটার আয়তন নয় অল্প
জঙ্গলে এক বাঘ এসেছে
মানুষ শুধু মারছে
শিকারীরা কাঁপছে ভয়ে
রাজার ভাবনা বাড়ছে
শুনেই আমি বাগেশ্রী যেই ঝাড়লাম
ল্যাজ গুটিয়ে পালাল বাঘ
বাপ বলিয়ে ছাড়লাম
ওরে বাবারে বাবারে বাবারে
আমার হাত দু'টো যে তবলা বাঁয়া
আর পেটটা যে তাপপুরা
আর সব মিলিয়ে আমি একটি সঙ্গীত শাস্ত্র পুরো
কি বুঝলেন—

[৪]

আমাদের কাছা চাই কোঁচা চাই
মুড়ি ঘন্ট মোচা চাই
আমরা হলাম বাঙালী
আমাদের মেজাজ আছে পয়সা নেই
আমরা ভালবাসার কাঙালী

আমরা একটুতে-যেই তুষ্ট
আমরা ইড্‌লি দোসায় পুষ্ট
আমরা চাল চলনে ভদ্রবেশী
আমরা হলাম মদ্রদেশী
তা না আ
অমরা শিবাজীর মহা বংশধর
গোখেলের আদেশ ছিল ইংরেজ ধ্বংস কর
ভয় পেয়ে পিছিয়ে আসা আমাদের কর্ম নয়
কাপুরুষের মত বাঁচা মারাঠির ধর্ম নয় জী জী
মাড়োয়ারী আমরা কারো ধার ধারিনা
ব্যবসার খাতিরে বাপকেও ছাড়িনা
পেলে টাকা ঝুড়ি ঝুড়ি
আনন্দেতে নাচাই ভূড়ি
কোনদিনও আমরা কারো মুখের অন্ন কাড়িনা
গুজরাতি আমরা যে বুদ্ধিতে শান দি আহারে
আমাদের গর্ব যে মহাত্মা গান্ধী আহারে
তাঁতি নয় তবুতো কাপড়ের কল চালাই আমরা
ঝগড়া যেখানে সেখান থেকে পালাই আমরা
ও খেয়ে নিয়ে লস্যি রুটি তরকা
নিজের তেলেই চালাই চরকা
ও কাজেতে ভয় পাইনা কখনো
কারো দয়া চাইনা কখনো
বাঁচতে আমাদের রোদে স্যাঁকা চামড়া
দাড়ি আর পাগড়ীতে পাঞ্জাবী আমরা
ওয়ে বোলে বোলে বোলে বোলে বোলে
আঁহ উঁহ উঁহ আঁহ আঁহ

পীযূষ বসু পরিচালিত

ব্রজবুলী